বাইবেলের পর্যালোচনা, ভাগ ১ - ৬৬টি পুস্তকের পর্যবেক্ষণ, যা ঈশ্বরের বাক্য

যারা ছোটদের শিক্ষা দেবেন তাদের উচিত B3b অধ্যয়ন করা

১. বাইবেলের সমগ্র অংশ দেখুন এবং যথাযথভাবে তার ব্যবহার করুন।

প্রার্থনা ঃ ''হে ঈশ্বরের আত্মা, আমি যাতে তোমার লোকদের যথাযথ ভাবে তোমার বাক্যকে ব্যবহার করাতে সাহায্য করতে পারি তার জন্য আমাকে তোমার শাস্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলি অনুধাবন করতে সাহায্য কর।''

ক) বাইবেল সম্পর্কিত কিছু সত্য বিষয় ঃ

- দুটিভাগে উপস্থাপিত বাইবেল হল ঈশ্বরের বার্তা। প্রথম ভাগটি হল পুরাতন নিয়ম, যাতে আছে ৩৯টি পুস্তক, যেগুলো হিব্রু এবং অরামিয় (প্রাচীন সিরীয়, যা হিব্রুর সমগোত্রীয়) ভাষায় লেখা হয়েছে। দ্বিতীয়টি হল নতুন নিয়ম যাতে আছে ২৭টি বই, যেগুলো গ্রীক ভাষায় লেখা হয়েছে।

- পুরাতন নিয়ম ইস্রায়েলীয়দের যীশুর আগমনের জন্য প্রস্তুত করেছিল। এটা তাদের আধ্যাত্মিক ধারণার ভিত সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিল এবং দেখিয়েছিল যে তাদের নিজেদের প্রচেষ্টায় তারা কখনোই ঈশ্বরের পবিত্র অনুশাসন পালন করতে পারেনা।
- নতুন নিয়ম যীশু জীবনী ও কার্য্য এবং তাঁর শিষ্যদের কার্য্য বিবরণী সমূহ লিপিবদ্ধ করেছে।

খ) পুরাতন এবং নতুন উভয় নিয়মে ব্যবহৃত পুস্তকের সাহিত্যের ধরণ

পুরাতন নিয়ম

- নিয়মের ভিত্তিসমূহ জগৎ পত্তনের বিবরণ, প্রাচীন রাজাদের এবং কূলপতিদের এবং ঈশ্বরের প্রাচীন অনুশাসনের ইতিহাস। মোশির পাঁচটি পুস্তক, আদি পুস্তক থেকে দ্বিতীয় বিবরণী।
- ঐতিহাসিক। প্রাচীন ইস্রায়েল জাতির কাহিনীসমূহ। এতে আছে ১২টি পুস্তক, যিহোশূয় থেকে ইষ্টের।
- আরাধনা এবং নির্দেশনামূলক ঃ ইব্রীয় কাব্য। ইয়োব থেকে শলোমনের পরমগীত।
- ভাববাদী মূলক। পুরাতন নিয়মের সেই সমস্ত ভাববাদী যারা ভাববাণী লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ১৭টি পুস্তক, যিশইয় থেকে মালাখি।

গণনাপুস্তক ১২ঃ৬-৮ অংশে খুঁজুন, ঈশ্বর কিভাবে মোশির সাথে কথা বলেছিলেন।

দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪ঃ১০ অংশে খুঁজুন, কিভাবে ঈশ্বর মোশিকে অন্যান্য ভাববাদীদের সাথে তুলনা করেছেন।

যোহন ১ঃ১৭ পদে খুঁজুন, ঈশ্বর কি ভাবে মোশির সাথে যীশুর তুলনা করেছেন। পুরাতন নিয়মের মধ্যে মোশিই হলেন সবথেকে মহান ভাববাদী। অন্যান্য ভাববাদীরা কেবলমাত্র মোশি দ্বারা দত্ত ঈশ্বরের নিয়মকানুনকে প্রকাশ এবং ব্যবহার করেছেন।

নতুন নিয়ম

- **নিয়মের ভিত্তিসমূহ,** যীশুর কার্য ও শিক্ষার বিবরণ। ৪টি পুস্তক, মথি থেকে যোহন।
- **ঐতিহাসিক।** প্রেরিতদের মণ্ডলী, ১টি পুস্তক, প্রেরিতদের কার্য বিবরণী।
- **আরাধনা ও নির্দেশনামূলক।** নতুন মণ্ডলী ও নেতৃবৃন্দের প্রতি পত্রসমূহ। রোমীয় থেকে যিহুদা।
- **ভাববাদীমূলক।** প্রেরিত যোহনের দর্শন। ১টি পুস্তক, প্রকাশিত বাক্য।

গ) বাইবেলের ''পাঁচটি নিয়ম'' যা ঈশ্বরের সাথে মানুষের সম্পর্ককে পরিচালনা প্রদান করেছিল।

১। **আত্ম -শাসনের নিয়ম** যা আদমের সাথে তৈরী করা হয়েছিল। আদম-থেকে অব্রাহাম, আদিপুস্তক ১-১২ পদ।

উৎস, প্রথম নরকে ঈশ্বর বলেছিলেন সে যদি সদ অসদ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল খায় তবে সে অবশ্যই মরবে। শয়তান তাদের কাছে মিথ্যা ধর্ম্মের কথা বলেছিলেন। সে বলেছিল যে ''তোমরা কখনোই মরবে না বরঞ্চ ঈশ্বরের মত হয়ে যাবে।'' আদিপুস্তক ২ঃ১৬-১৭ ও ৩ঃ৫

ফল - আদম অবাধ্য হবার পর মানুষ ভাল ও মন্দ সম্মন্ধে জ্ঞান অর্জন করেছিল। পুরাতন ও নতুন নিয়মের প্রতিটি যুগ ধরে শয়তান একই ভাবে মানুষের সামনে এই বিনতী রেখে চলেছে, যে, সে একমাত্র নিজের প্রচেষ্টাতেই সঠিক হতে পারে। আর এই ফাঁদে পা দিয়ে মানুষ মরে, তারপর বিচারে আনীত হয় এবং বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর সর্বদা সেই সমস্ত মানুষকে রক্ষা করেন। যারা তাঁকে তাদের বিশ্বাস ভূমি করে। যেমন হেবল নির্দোষ, রক্তপাতের বলি উৎসর্গ করেছিল। বন্যার পর ঈশ্বর মানুষের পরিচালনাধীন বিচার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং তাদের আদেশ দিয়েছিলেন যে হত্যাকারীর শাস্তি হবে মৃত্যু। আদি পুস্তক ৯ঃ৬

আদি পুস্তক ২ঃ১৬-১৭ অংশে খুঁজুন, যদি আদম অবাধ্য হয়, তবে কি ঘটবে বলে ঈশ্বর বলেছিলেন।

২। **বিশ্বাসের দ্বারা গণিত অনুগ্রহের নিয়ম,** যা আব্রাহামের সাথে করা হয়েছিল। আদিপুস্তক ১২ অধ্যায় থেকে পরবর্তী সমগ্র বাইবেল জুড়েই রয়েছে।

উৎস ঃ অব্রাহাম ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাতে বিশ্বাস করেছিলেন এবং ঈশ্বর তাঁর পক্ষে সেই বিশ্বাসকে ধার্মিকতা বলে গণিত করেছিলেন। আদিপুস্তক ১২ঃ১-৩ এবং ১৫ঃ১-৬

ফলসমূহ। ঈশ্বর, অব্রাহামের উত্তরাধিকারী যীশুর মাধ্যমে সমগ্র জাতীর মানুষকে আশীর্বাদ করলেন।

- বাইবেলের প্রথম থেকে শেষ অবধি যা কিছু আছে তার সবই এই প্রতিজ্ঞারই পূর্ণতা। পুরাতন ও নতুন দুই নিয়মই ঈশ্বরের সাথে অব্রাহামের কৃত নিয়মের উপরেই দণ্ডায়মান।
- পুরাতন ও নতুন উভয় নিয়মেই স্থিত বিশ্বাসীবর্গকে ঈশ্বর রক্ষা করেছেন তাঁর পরিবর্তন সাধনকারী অনুগ্রহের মাধ্যমে।

৩। **পুরাতন নিয়ম ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।** যাত্রাপুস্তক ২০ থেকে শুরু করে পুরাতন নিয়মের অবশিষ্ট অংশ।

উৎস ঃ ঈশ্বর সিনয় পর্বতের উপর মোশির মাধ্যমে সমগ্র ইস্রায়েল জাতীকে পুরাতন নিয়মের ব্যবস্থা প্রদান করেছিলেন।

ফল ঃ যীশু ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্পূর্ণরূপে পুরাতন ব্যবস্থা পালন করা সম্ভব নয়। পাপ মৃত্যু এনেছিল, মোশির বিচার ব্যবস্থা কেবল জাগতিক, অস্থায়ী পুরস্কারই দিতে সমর্থ ছিল। ইহা লোকদের তাদের পাপের ক্ষমার প্রয়োজনীয়তার বিষয় শিক্ষা দেয়।

- ঈশ্বর আশ্চর্যজনকভাবে ইস্রায়েলজাতীকে মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার মাধ্যমে এক সম্পূর্ণ নতুন ইস্রায়েল জাতী তৈরী করেছিলেন, যারা ছিল সমস্ত দাসত্ব থেকে মুক্ত।
- নতুন মুক্ত ইস্রায়েল জাতি, যারা প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তাদের উত্তম প্রশাসনের জন্য প্রয়োজন ছিল এক নূতন বিধির। যাত্রাপুস্তক ১৮-২০

৪। **মশীহের আগমনের নিয়ম** যা দায়ুদের সাথে কৃত হয়েছিল। ২ শমূয়েল ৭ঃ৮-১৭

উৎস ঃ ঈশ্বর, দায়ুদকে প্রতিজ্ঞা দিয়েছিলেন যে তাঁর একজন বংশধর সুবিচারের দ্বারা সমগ্র জাতীর উপর চিরকাল রাজত্ব করবে। ''মশীহ'' কথাটির অর্থ হল যিনি ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা অভিষিক্ত।

ফল ঃ দায়ুদের বংশধর যীশু সুনিপুন ভাবে পুরাতন ও নতুন উভয় নিয়মেই দত্ত সমস্ত নিয়মই পূর্ণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বাইবেল অন্য সবার থেকে যীশু ও দায়ুদের নামই সর্বাধিকবার উল্লেখ করেছে।

যিশাইয় ৯ঃ৬-৭ অংশে খুঁজুন, ঈশ্বর কার সিংহাসনের সাথে তাঁর অনন্তকালস্থায়ী রাজ্য স্থাপন করবেন। (ঈশ্বর দায়ুদের রাজত্বের একশো বছরের পর এবং যীশুর জন্মের একশো বছর আগে যিশাইয়র কাছে এটা প্রকাশ করেছিলেন)

মথি ৩ঃ১৬-১৭ অংশে খুঁজুন, যীশুর শিষ্যরা কি বিষয়ে প্রত্যক্ষ করে বুঝতে পেরেছিলেন যে যীশু একজন বিশেষ ব্যক্তি, যিনি ঈশ্বর হতে প্রেরিত।

৫। **নতুন নিয়ম,** একটি সঠিক অনন্তকালস্থায়ী রাজ্য যা সমস্ত বিশ্বাসীবর্গকে নিয়ে গঠিত, নতুন নিয়মের সমস্ত পুস্তক।

উৎস ঃ প্রভুর ভোজ স্থাপনের মাধ্যমে যীশু এক নতুন নিয়ম স্থাপন করেছিলেন। মৃত্যুবরণ, পুনরুত্থান স্বর্গারোহন এবং পবিত্র আত্মাকে প্রেরণের মাধ্যমে (যিনি আমাদের মধ্যে বসে করবেন) এটা করেছিলেন।

ফল ঃ যে কেউ, যারা অনুতপ্ত এবং খ্রীষ্টে বিশ্বাস স্থাপন করে তারা প্রত্যেকেই ঈশ্বরের অনন্তকাল স্থায়ী রাজ্যে ''নতুন জন্মপ্রাপ্ত'' হয়। বিশ্বাসীবর্গ খ্রীষ্টের সার্বজনীন এবং অদৃশ্য শরীরের অংশ হয়ে ওঠে। তাদের যাবতীয় পাপ ধৌত হয়, কারণ যীশু তাঁর রক্তকে তার জন্য পতিত করেছেন। তারা খ্রীষ্টের পুনঃরুত্থানের সাথে অংশগ্রহণের মাধ্যমে এক নতুন, পবিত্র এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়।

যিরমিয় ৩১ঃ৩১-৩৪ অংশে খুঁজুন, ঈশ্বরের লোকরা কিভাবে নতুন নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হবেন।

যিরমিয় ৩৬ অধ্যায়ে খুঁজুন, ঈশ্বর কি ভাবে তাঁর বাক্যকে লিপিবদ্ধ করার জন্য মানুষদের ও বিভিন্ন ঘটনা ব্যবহার করেছেন।

২. **সহকারীদের সাথে সপ্তাহব্যাপী কর্মের পরিকল্পনা করুন।**

- এমন পরিবারকে দর্শন করুন যারা নিয়মিত বাইবেল পাঠ এবং প্রার্থনা করে না। তাদেরকে সাহায্য করুন যাতে তারা একত্রে প্রতিদিন আরাধনা করে।
- যদি তাদের ভাষায় বাইবেল অনুদিত না হয়ে থাকে অথবা তারা যদি পড়তে না পারে তবে তাদের সাথে দেখা করে বাইবেলের ঘটনা মুখস্থ করাতে সাহায্য করুন যাতে তারা তাদের পরিবারে এবং অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের কাছেও তা বলতে পারে।

৩. **আসন্ন আরাধনার সময় নির্ধারনের জন্য সহকারীদের সাথে পরিকল্পনা করুন।**

যিরমিয় ৩৬ অধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনাটি পাঠ করুন অথবা নাটক আকারে করে দেখান।

পাঁচটি নিয়মের উৎস, ফল এবং প্রধান ধারণাগুলি বর্ণনা করুন।

শিশুদেরকে তারা যে কবিতা, নাটক এবং প্রশ্ন তৈরী করেছে তা উপস্থাপন করতে বলুন।

প্রভুর ভোজের রীতি চালু করার জন্য বর্ণনা করুন কিভাবে ঈশ্বর সেই আদম এবং হবার সময় থেকে সমগ্র বাইবেল জুড়ে, সবসময় নির্দোষ রক্তের দাবী করেছেন যাতে পাপরাশীকে আচ্ছাদন করা যায়। আমরা যখন প্রভুর ভোজে অংশ গ্রহণ করি তখন আমরা এই আধ্যাত্মিক সত্যকেই স্মরণ করি। ১ করিন্থীয় ১০ঃ১৬

যে সমস্ত কর্ম পরিকল্পনা করেছেন তা ঘোষণা করুন।

২টি অথবা ৩টি দলে ভাগ হয়ে প্রার্থনা করুন।

ঈশ্বরের বাক্যের সঠিক ব্যবহারের জন্য ২ তিমথিয় ২ঃ১৫ পদটি মুখস্থ করুন।

Copyright 2004 © by Paul-Timothy. May be freely copied. Download from www.Paul-Timothy.net